

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ২৪, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১০ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৪ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ৬১ (মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক, ৯ পৌষ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২৩ ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লিখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ৬১ নং অধ্যাদেশ

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত
অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(১৭২৪৭)

মূল্য : টাকা ২.০০

২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (১) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (১১) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

“(১১) বিভাগীয় কমিশনার বলিতে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত;”।

৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯(৬) এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“(৬) এই ধারার অধীনে প্রকাশিত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ কোন সম্পত্তি সর্বশেষ জরিপের রেকর্ডে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকারের নামে রেকর্ডভুক্ত বা অর্পিত সম্পত্তির সেমাস তালিকাভুক্ত হওয়ায় উক্ত সম্পত্তির মালিকানা কেহ দাবী করিলে তিনি তাহার দাবীর সমর্থনে সকল কাগজপত্রসহ, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট অবমুক্তির আবেদন করিতে পারিবেন।”।

৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৬) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৭), (৮) ও (৯) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

“(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক, উহা যাচাই-বাছাইক্রমে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত সম্পত্তি ভ্রমাত্মকভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে রেকর্ডভুক্ত বা সেমাস তালিকাভুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির বিষয়ে লিখিত আদেশ প্রদান করিয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অবহিত করিবেন।

(৮) উপ-ধারা (৭) এর অধীন জেলা প্রশাসকের আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল আবেদন করিতে পারিবেন।

(৯) উপ-ধারা (৮) এর অধীন বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল আবেদন করা হইলে বিভাগীয় কমিশনার, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানীর যথাযথ সুযোগ প্রদানপূর্বক উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং এই বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।”।

৫। ২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশে উল্লিখিত ‘৬৭’ সংখ্যাটির পরিবর্তে ‘৬৯’ সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। ২০০১ সনের ১৬নং আইনের ধারা ২৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

“২৬। অদাবীকৃত সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।—(১) ধারা ৯(৭) অনুযায়ী আবেদনকারীর দাবী প্রমাণিত না হইলে বা ধারা ৯(৬) এ উল্লিখিত আবেদনের সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর—

(ক) উক্ত ধারায় উল্লিখিত অর্পিত সম্পত্তি সরকারের খাস সম্পত্তি হইবে; এবং

(খ) কোন ব্যক্তি উহাতে কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা কোন অধিকার দাবী করিতে পারিবেন না।

(২) সরকার উক্ত সম্পত্তি উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা করিবে।

(৩) ধারা ১০ অনুযায়ী কোন প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বা অবমুক্তি বা অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি বাবদ ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালের নিকট আবেদন না করা হইলে বা এই আইনের অধীনে উপস্থাপিত আবেদন বা আপীল নামঞ্জুর করা হইলে—

(ক) উক্ত সম্পত্তি সরকারের খাস সম্পত্তি হইবে; এবং

(খ) ধারা ১০(১) এ উল্লিখিত আবেদনের সময়সীমা অতিবাহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তি উহাতে কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা কোন অধিকার দাবী করিতে পারিবেন না।

(৪) সরকার উক্ত খাস সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর বা উহার বিবেচনামত যে কোন ভাবে ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।”।

৭। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর ‘সরকারি তহবিলে’ শব্দগুলির পরিবর্তে ‘প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে’ শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

তারিখ : ৯-৯-১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২৩-১২-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
সচিব।